দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ SEP. 29 2006
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ২

ফাজিল কামিলের মান হাবর অধানে নয় আরবী ভার্সিটির মাধ্যমেই দিতে হবে

-বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন

স্টাফ রিপোর্টার

ফাজিল ও কামিলের মান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়, স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দিতে হবে। সরকার আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে ফাজিল কামিলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া জন্য সংসদে বিল উত্থাপন করে মাদ্রা শিক্ষাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীর সংসদে উত্থাপিত এ বিল অবিলম্বে বাতি করে স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ফাজিল ও কামিলের মান দিতে হবে

ফাজিল কামিলের মান

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়ার উত্থাপিত বিল বাতিলের দাবীতে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা-সমাবেশ ও বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর ও চরমোনাই পীর ছাহেব মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম বলেছেন, দেশবাসীর প্রাণের দাবী কওমী মাদ্রাসার সনদ ও ফাজিল-কামিলের মান স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই দিতে হবে। এটাই জোট সরকারের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা। পীর ছাহেব বলেন, সরকার মুসলমানদের এ দাবীর-যথার্থ বাস্তবায়ন না করে বিদায় নিলে আগামী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে দেশবাসী উপযুক্ত জবাব দিবে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) বরিশাল চরমোনাই মাদ্রাসা মিলনায়তনে দায়িত্বশীল তালিম তারবিয়াতের আলোচনা সভায় পীর ছাহেব এ কথা বলেন। পীর ছাহেব দেশব্যাপী ভয়াবহ বিদ্যুৎ, পানি সংকটে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের দাবী জানান। মাহে রমজানে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার আহবান জানান।

গতকাল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ফাজিল ও কামিলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার সারা দেশের উলামা-মাশায়েখের সমর্থন হারাবে। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল-কামিলের মান দিতে হবে। বৈঠকে সারা দেশে অসহ্য বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও লোডশেডিংয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংকটের জোর দাবী জানান। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার আহবান জানান। সংগঠনের নায়েবে আমীর প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর মুফতী শহিদুল ইসলাম এমপি, মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ আশ্রাফ, মাওলানা নেজাম উদ্দিন, মাওলানা মাহমুদুল হক, মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজিজ, মুফতি হাবীবুর রহমান হুমায়ুন কবীর। ইসলামী ঐক্য আন্দোলনে আমীর হাফেজ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ ঈস শাহেদী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, ফাজিল কামিলের মান দানে জাতীয় সংসদে আনীত বিলে দেশের সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখ মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ইসলামী সংগঠনে দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের আংশিক বিজ হয়েছে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র ঐতিহ রক্ষা ও পরিচর্যার জন্য ঢাকায় স্বত এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যাল প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন অব্যাহত থাকবে নেতৃদ্বয় বলেন, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যাল যেখানে টিচিং ইউনির্ভাসিটি হিসেবে দায়িত্ব পালনে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে সারা দেশে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলোর দায়িত্ব দিয়ে নতুন ভোগান্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে নেতৃদ্বয় বলেন, সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া উচিত এবং অনতিবিলম্বে ঢাকায় এফিলিয়েটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। গতকাল বি-বাড়িয় ইসলামী ছাত্রসেনা জেলা শাখার উদ্যোগে বি-বাড়িয়া জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষাবে যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সরকার আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে ফাজিল ও কামিলের মান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়ার জন্য সংসদে যে বিল উত্থাপন করেছে তাতে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র মাত্র। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এ বিল বাতিল করে স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলের মান প্রদানের জোর দাবী জানান। জেলা সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ খানের সভাপতিত্বে এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদ্য কারামুক্ত সভাপতি গোলাম মাহমুদ ভূঁইয়া মানিক, মোহাম্মদ মুহব্বুর রহমান মুহিব, মাওলানা এম এ মতিন, এডভোকেট ইসলাম উদ্দিন দুলাল, মোহাম্মদ অচিয়ুজ্জামান, মোহাম্মদ রেজাউল করীম।